সমাস-০১

তানহি খান তানহা

বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন

নীলকর কোন সমাসের দৃষ্টান্ত -৪৬ বিসিএস

কৃদন্ত পদের পুর্বপদের নাম কি? -৪৫ বিসিএস

যথারীতি কোন সমাসের দৃষ্টান্ত? -৪৪ বিসিএস

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? -৪৩ বিসিএস

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস কোনটি? -৪২ বিসিএস

উপমান কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ কোনটি? -৪১ বিসিএস

কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহির উদাহরণ -৩৯ বিসিএস

‘পুষ্পসৌরভ’ কোন সমাস -৩৮ বিসিএস

‘জলে-স্থলে’ কোন সমাস -৩৭ বিসিএস

‘বিস্ময়াপন্ন’ কোন সমাসের ব্যাসবাক্য -৩৭ বিসিএস

বহুব্রীহির উদাহরণ কোনটি? -৩৬ বিসিএস

‘জজ সাহেব’ কোন সমাস? -৩৫ বিসিএস

P2A

সমাস

সম + √অস + অ

মিলন, সংক্ষেপণ, একপদীকরণ

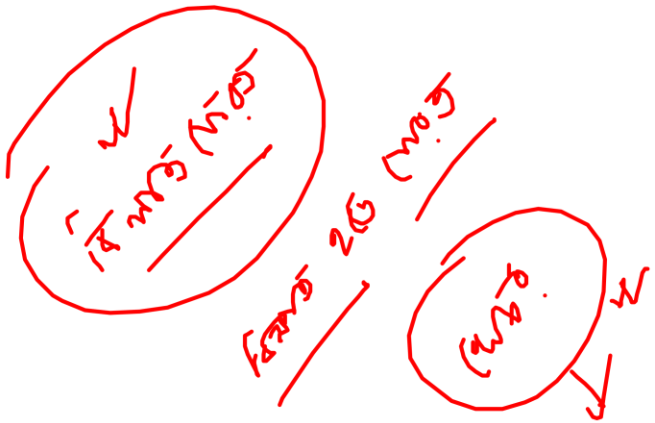

সমাস সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর সংজ্ঞা

সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা

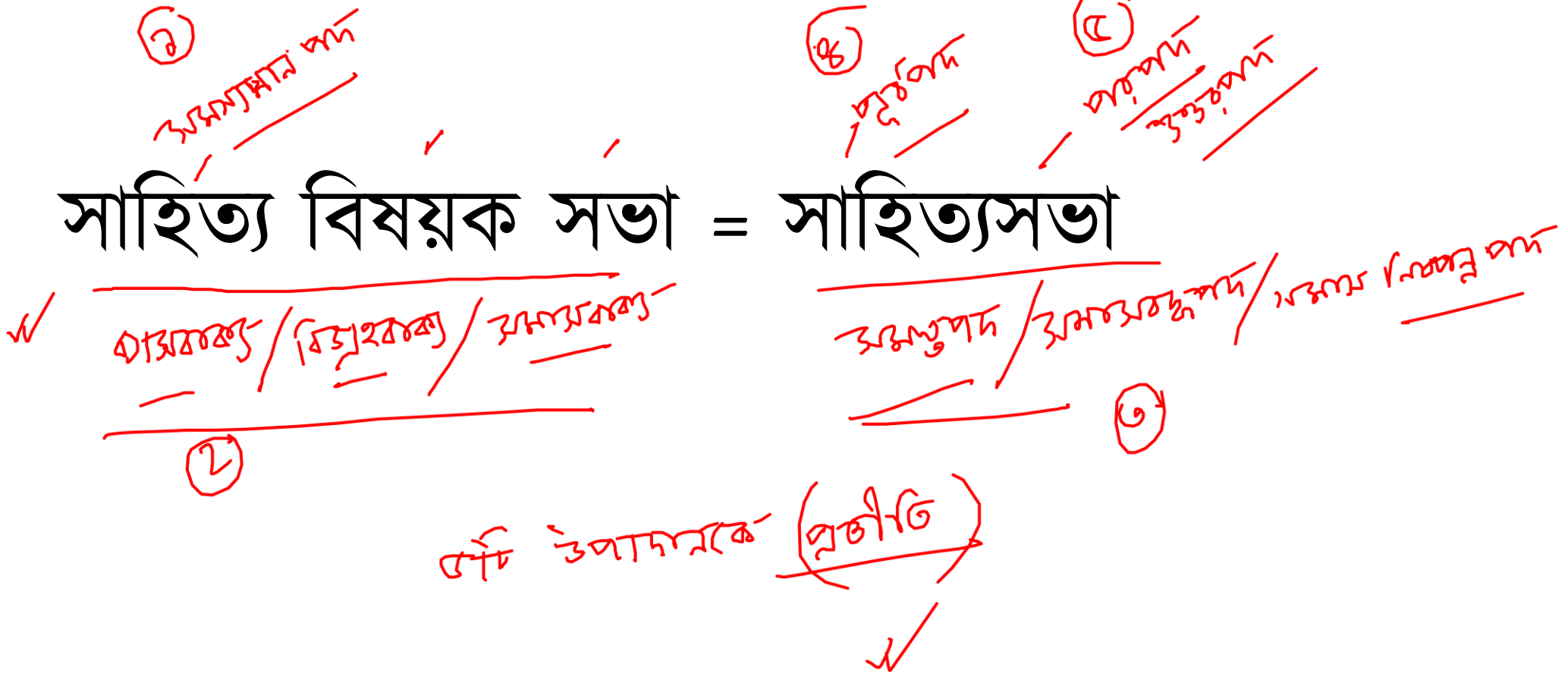

সমাসের প্রকারভেদ

দ্বন্দ্ব সমাস	দ্বিগু	কর্মধারয়
তৎপুরুষ	অব্যয়ীভাব	বহুব্রীহি

যে পদ প্রধান

মা-বাপ -

চা-বিস্কুট-

নীল আকাশ-

সিংহাসন-

বিয়েপাগলা-

দেশপ্রেম-

চৌরাস্তা-

ত্রিভুবন-

বিড়ালচোখী-

বীণাপাণি-

নিরামিষ-

আপাদমস্তক-

প্রকারভেদ

অব্যয়ীভাব - পূর্বপদ

দ্বিগু - পরপদ

তৎপুরুষ – পরপদ

কর্মধারয় - পরপদ

দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ

বহুব্রীহি - কোন পদের অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে ৩য় কোন অর্থ প্রাধান্য পাবে।

বৈশিষ্ট্যের বিচারে সমাস ৪ প্রকার।

- দ্বন্দ্ব সমাস - উভয়পদ
- তৎপুরুষ - পরপদ
- অব্যয়ীভাব - পূর্বপদ
- বহুব্রীহি - কোন পদ নয়

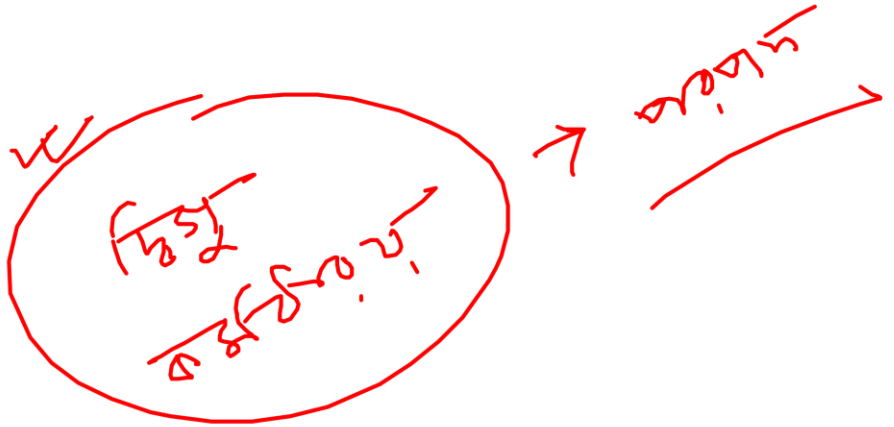

বৈশিষ্ট্যের বিচারে দ্বিগু ও কর্মধারয় কোন শ্রেণির সমাস?

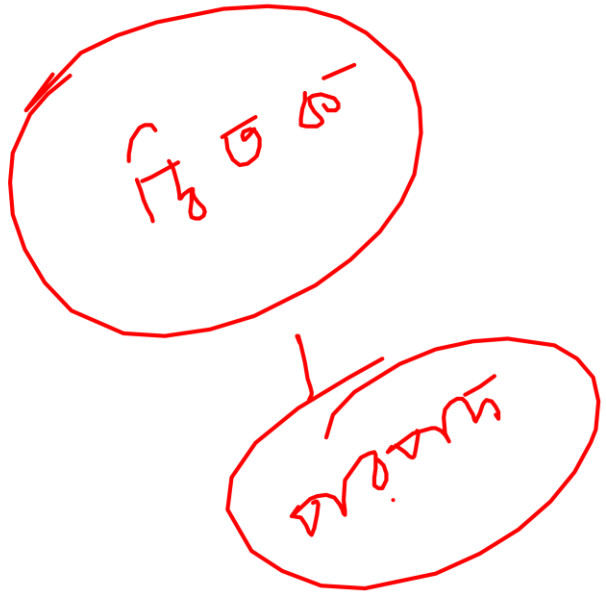

দ্বন্দ্ব সমাস

জোড়া, যুগল, যুগ্ম, মিলন

দুটো পদ বিদ্যমান (উভয় পদের অর্থ প্রাধান্য)

বাবা-মা = বাবা ও মা

টেবিল-চেয়ার = টেবিল ও চেয়ার

১. মিলনার্থক শব্দযোগে:	মা-বাপ, মাসি-পিসি, জ্বিন-পরি, চা-বিস্কুট
২. বিরোধার্থক শব্দযোগে:	দা-কুমড়া, অহি-নকুল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদি
৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে:	আয়-ব্যয়, জমা-খরচ, ছোট-বড়, ছেলে-বুড়ো, লাভ-লোকসান
৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে:	হাত-পা, নাক-কান, বুক-পিঠ, নাক-মুখ
৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে:	সাত-পাঁচ, নয়-ছয়, উনিশ-বিশ
৬. সমার্থক শব্দযোগে:	হাট-বাজার, ঘর-দুয়ার, কল-কারখানা, মোল্লা-মৌলভি, খাতা-পত্র
৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে:	কাপড়-চোপড়, পোকা-মাকড়, দয়া-মায়া, ধূতি-চাদর
৮. দুটি সর্বনামযোগে:	যা-তা, যে-সে, যথা-তথা, তুমি-আমি, এখানে-সেখানে
৯. দুটি ক্রিয়াযোগে:	দেখা-শোনা, যাওয়া-আসা, চলা-ফেরা, দেওয়া-থোওয়া
১০. দুটি ক্রিয়াবিশেষণযোগে:	ধীরে-সুস্থে, আগে-পাছে, আকারে-ইঙ্গিতে
১১. দুটি বিশেষণযোগে:	ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, বাকি-বকেয়া

অলুক দ্বন্দ্ব

যে দ্বন্দ্ব সমাসে কোনো সমস্যমান পদের বিভক্তি লোপ পায় না, তাকে অলুক দ্বন্দ্ব বলে।

যেমন: দুধে-ভাতে, জলে-স্থলে, দেশে-বিদেশে, হাতে-কলমে।

বহুপদী দ্বন্দ্ব

তিন বা বহু পদে দ্বন্দ্ব সমাস হলে তাকে **বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

যেমন: সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-মুখ-চোখ, টক-ঝাল-মিষ্টি।

একশেষ দ্বন্দ্ব

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস: যে দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে একটিই অবশিষ্ট থাকে, অন্য পদগুলি লোপ পায় এবং ঐ একমাত্র পদটির বহুবচনের রূপের সাহায্যে সমস্তপদটি গঠন করা হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে।

- অথবা যে দ্বন্দ্ব সমাসের সমস্তপদটি একটিমাত্র সমস্যমান পদের বহুবচনের রূপের সাহায্যে গঠিত হয়, তাকে একশেষ দ্বন্দ্ব বলে। একটিমাত্র পদ শেষ বা অবশিষ্ট থাকে বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

  সে, তুমি ও আমি - আমরা

  সে ও তুমি = তোমরা

  সে ও তুই = তোরা

  যাতায়াত = যাত ও আয়াত

  কাকা, জ্যাঠা ও বাবা = বাবারা

  ব্যাখ্যা: প্রথম উদাহরণটি একটু ব্যাখ্যা করে দেওয়া যাক। দেখুন ‘আমি', 'তুমি' ও 'সে' এই তিনটি সমস্যমান পদ। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদের মধ্যে ‘তুমি’ ও ‘সে’ পদ দুটি নেই, লোপ পেয়েছে। শুধু আমি' পদটি সরসরি নেই, পদটিকে বহুবচন করে ‘আমরা’ করা হয়েছে।

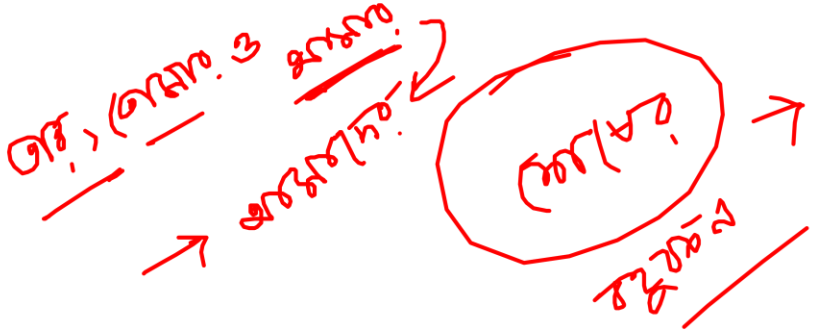

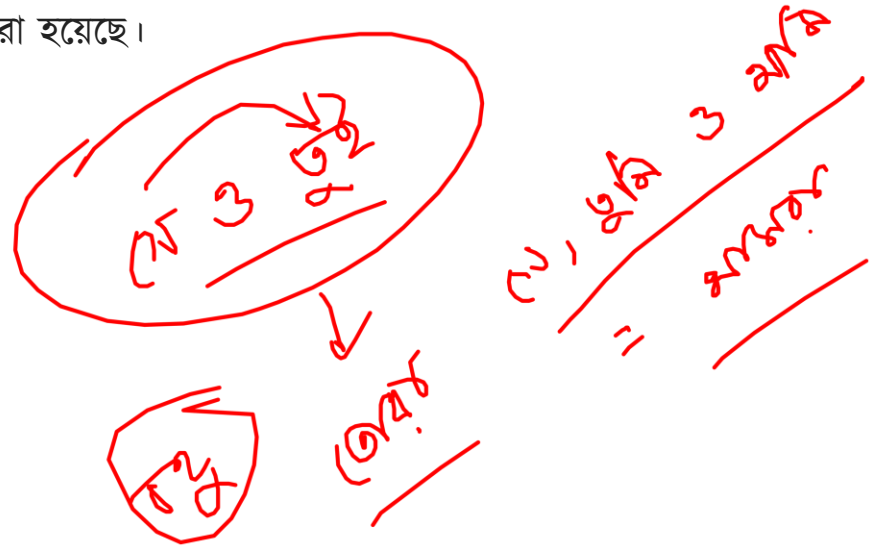

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের বৈশিষ্ট্য

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি

১: সমস্তপদে একটিই সমস্যমান পদ অবশিষ্ট থাকে, অন্য পদগুলি লোপ পায়।

- ২: অবশিষ্ট পদটির বহুবচনের রূপের দ্বারা সমস্তপদ গঠিত হয়।

দ্বন্দ্ব সমাস

(নিপাতনে সিদ্ধ)

- অহর্নিশ = অহঃ ও নিশা
- কুশীলব = কুশ ও লব
- অহোরাত্র = অহঃ ও রাত্রি
- দিবারাত্র = দিবা ও রাত্রি
- দম্পতি = জায়া ও পতি

প্রশ্নোত্তর পর্ব

নিচের কোনটি অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ নয় ?

ক) কাগজে-কলমে

খ) মায়ে-ঝিয়ে

গ) দেশে-বিদেশে

ঘ) ছেলে-মেয়ে ✓

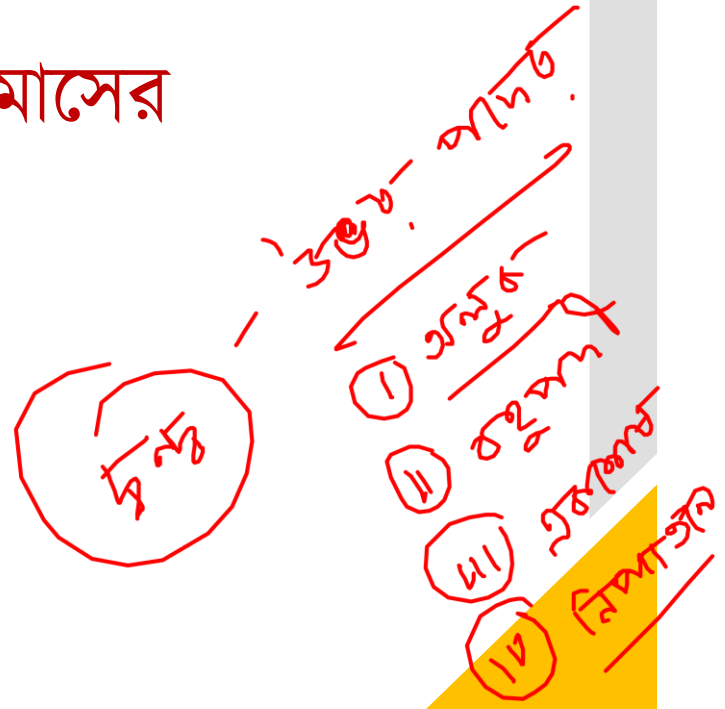

দ্বিগু সমাস

সমাহার বা সমষ্টি বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে **দ্বিগু সমাস** বলে।

দ্বিগু সমাসে সমাসনিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী

তবে অনেক ব্যাকরণবিদ দ্বিগু সমাসকে কর্মধারয় সমাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

দ্বিগু সমাস

ত্রিকাল

চৌরাস্তা

তেমাথা

শতাব্দী

পঞ্চবটী (অশ্বত্থ-বট-বিল্ব-আমলকী ও অশোক-এই পাঁচ প্রকার বৃক্ষের অরণ্য)

ত্রিপদী

ত্রিফলা

নবরত্ন

পঞ্চনদ

পঞ্চভূত

ষড়ঋতু

প্রশ্নোত্তর পর্ব

দ্বিগু সমাসের দৃষ্টান্ত কোনটি?

ক) দশানন

খ) চৌচালা

গ) ত্রিনয়ন

ঘ) পঞ্চানন

P2A

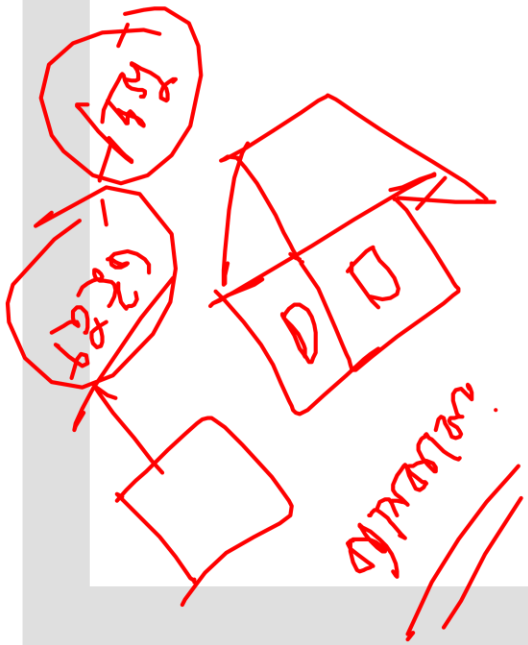

দ্বিগু সমাস ??

দশানন

বারহাতি

চৌচালা

সেতার

ত্রিনয়ন

অব্যয়ীভাব সমাস

অব্যয়ের ভাব বর্তমান

পূর্বপদে অব্যয় বা উপসর্গ

পরপদে বিশেষ্য থাকে

অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদের অর্থের প্রাধান্য

নিরামিষ-

পরপদে বিশেষ্য থাকে

আ হা অতি নির পর অনু উপ প্রতি যথা উৎ

এই ১০টি অব্যয়সূচক শব্দ কোনো শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়ে মূল শব্দের অর্থের পরিবর্তন বা প্রভাবিত করলে, অথবা শব্দের শেষে ‘টে’ থাকলে অথবা অভাব বুঝালে তা অব্যয়ীভাব সমাস।

অব্যয়ীভাব সমাস

যথাসময় – সময়কে অতিক্রম না করেঅনুগমন – পশ্চাৎ গমন

আমরণ – মরণ পর্যন্ত

আরক্তিম – ঈষৎ রক্তিম

নিরামিষ – আমিষের অভাব

আপাদমস্তক – পা থেকে মাথা পর্যন্ত

নির্ভাবনা – ভাবনার অভাব

উপকণ্ঠ – কণ্ঠের সমীপে

উপনদী – ক্ষুদ্র নদী

উপশহর – শহরের সদৃশ

প্রতিচ্ছায়া – ছায়ার প্রতিনিধি

উদ্বেল – বেলাকে অতিক্রান্ত

P2A

কোন অর্থে তা জানতে হবে

- কণ্ঠের সমীপে= উপকণ্ঠ, কূলের সমীপে= উপকূল
- বিপ্সা (অনু, প্রতি)
- অভাব (নিঃ= নির)
- পর্যন্ত (আ)
- সাদৃশ্য (উপ)
- অনতিক্রম্যতা (যথা)
- অতিক্রান্ত (উৎ)
- বিরোধ (প্রতি)

পশ্চাৎ (অনু)

- ঈষৎ (আ)
- ক্ষুদ্র অর্থে (উপ)
- পূর্ণ বা সমগ্র অর্থে (পরি বা সম)
- দূরবর্তী অর্থে (প্র, পর)
- প্রতিনিধি অর্থে (প্রতি)
- প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থে (প্রতি)
- সম্পর্ক অর্থে (সম,বিষয়)
- যোগ্যতা অর্থে (অনু)

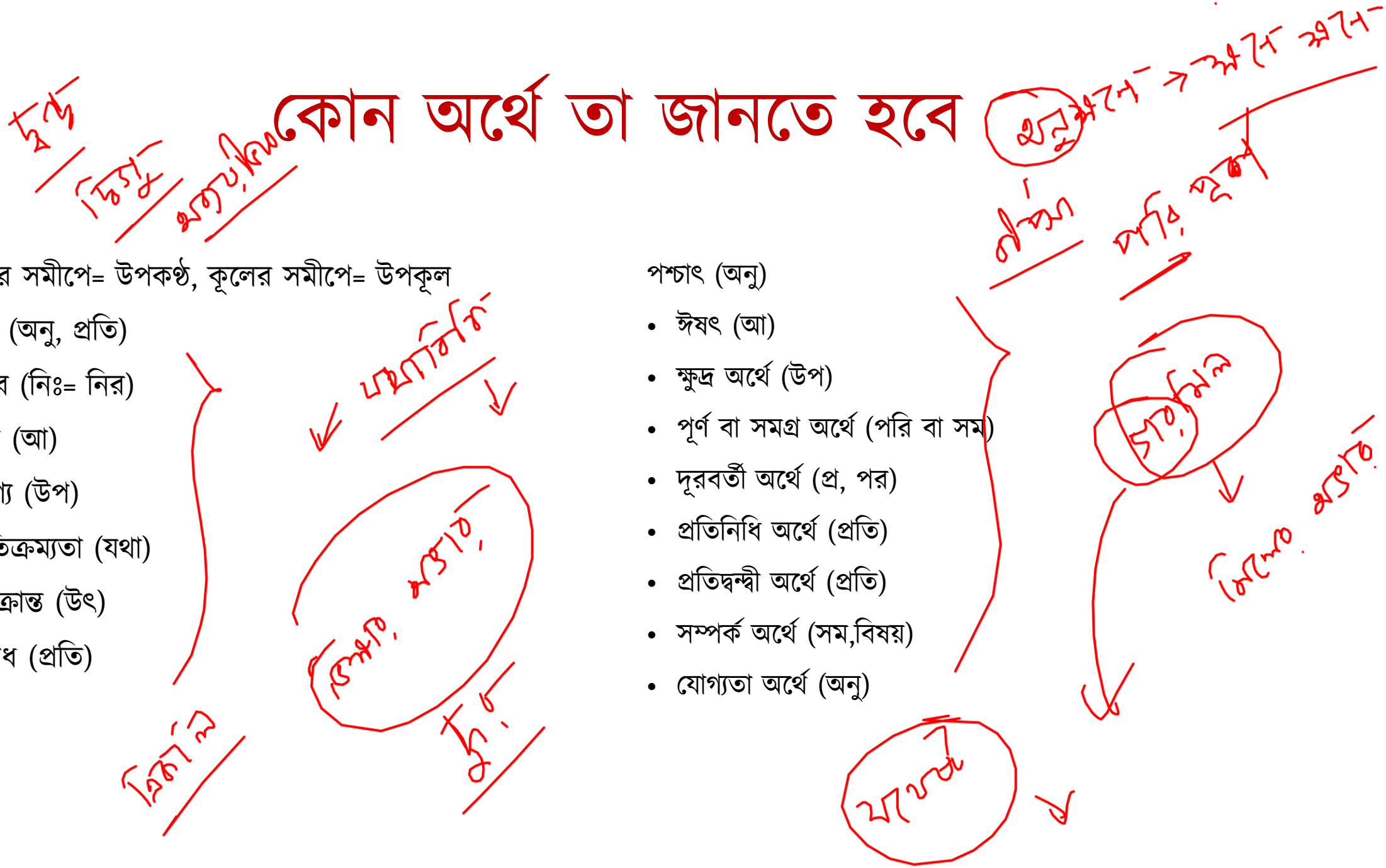

কর্মধারয় সমাস

কর্মধারয় সমাসে পরপদের অর্থের প্রাধান্য থাকে

যে সমাসে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে **কর্মধারয় সমাস** বলে।

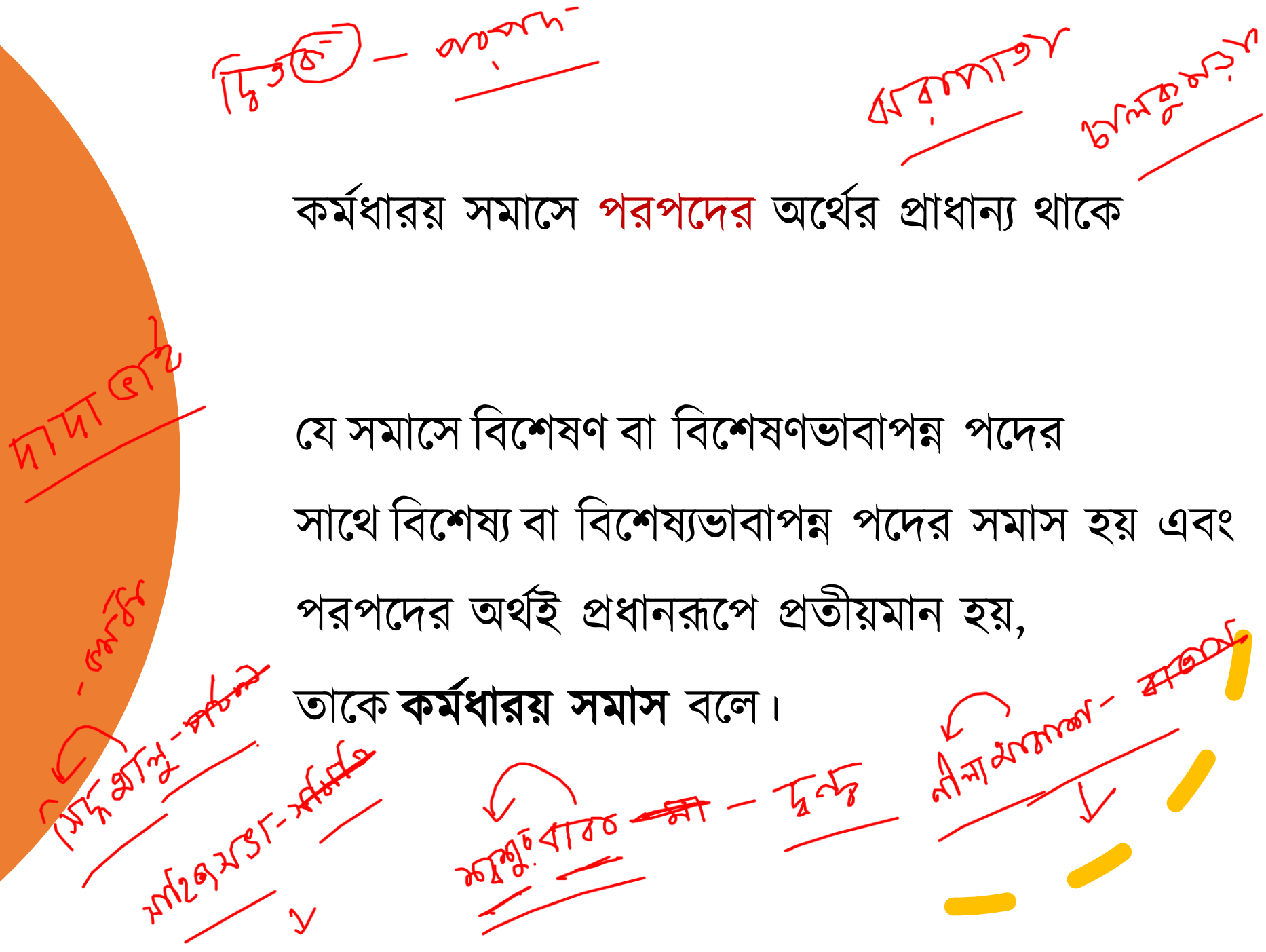

কর্মধারয় সমাস

অনেক ব্যাকরণবিদ কর্মধারয় সমাসকে **তৎপুরুষ সমাসের** অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

কর্মধারয় সমাসের প্রকারভেদ

- সাধারণ কর্মধারয়
- মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
- উপমান কর্মধারয়
- উপমিত কর্মধারয়
- রূপক কর্মধারয়

P2A

সাধারণ কর্মধারয়

ক. **বিশেষণ + বিশেষ্য** = কাঁচকলা, রাঙামাটি, নীলপদ্ম, ঝরাপাতা

খ. **বিশেষণ + বিশেষণ** = চালাকচতুর, ক্ষতবিক্ষত, টকঝাল

গ. **বিশেষ্য + বিশেষণ** = আলুসিদ্ধ, বেগুনভাজা, হলুদবাটা, নরাধম, নরোত্তম

ঘ. **বিশেষ্য + বিশেষ্য** = দাদাভাই, ঠাকুরমশাই, ডাক্তারসাহেব, দাদাশ্বশুর

P2A

মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

সিংহ চিহ্নিত আসন-

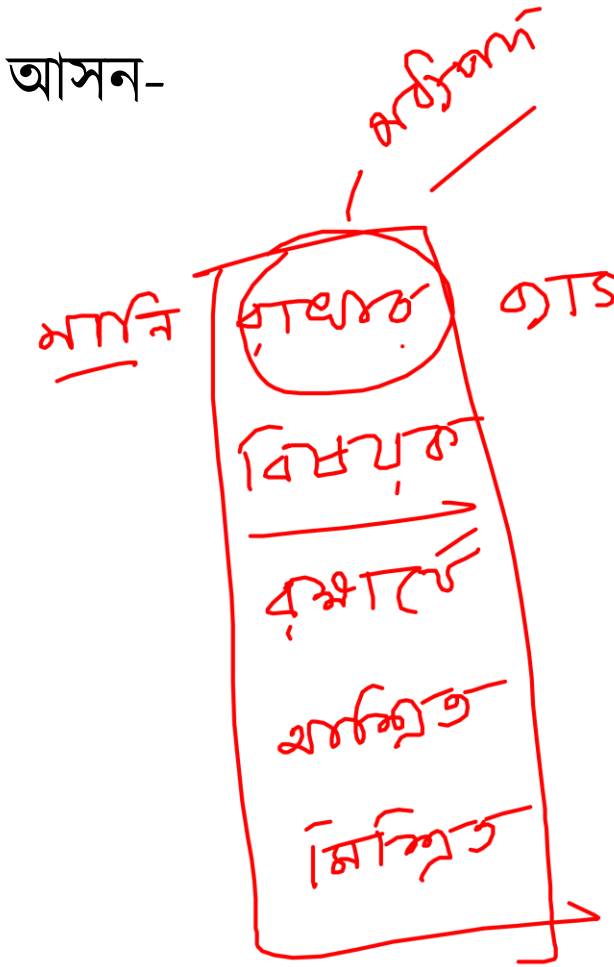

মানিব্যাগ =

সাহিত্যসভা=

স্মৃতিসৌধ =

ঘরজামাই=

ঘিভাত =

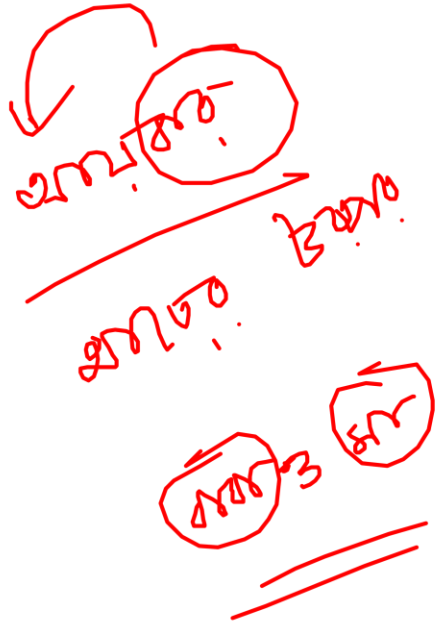

যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে **মধ্যপদলোপী কর্মধারয়** সমাস বলে।

P2A

উপমান

উপমেয়

- **উপমান** =**'উপমা'** শব্দের অর্থ তুলনা। যার সাথে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনা করা হয় তাকে উপমান বলে।

- **উপমেয়/উপমিত** = যাকে তুলনা করা হয় তাকে উপমেয়/উপমিত বলে।

- **সাধারণ ধর্ম:**

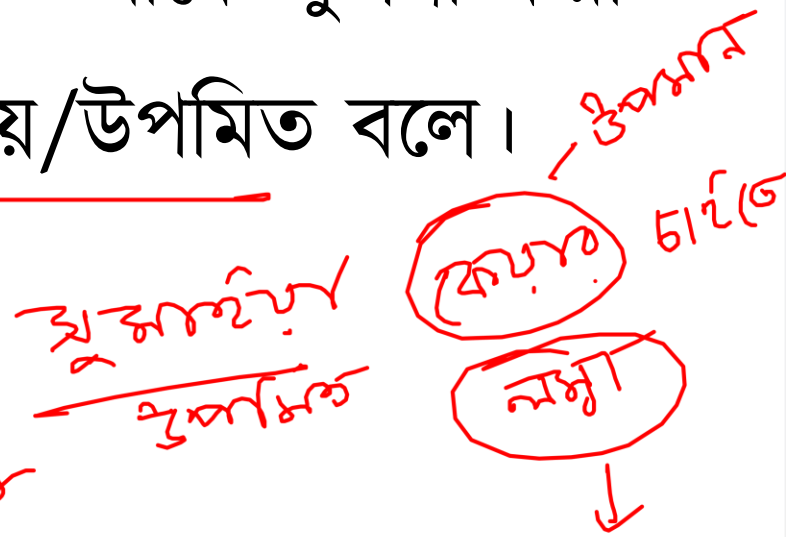

উপমান কর্মধারয়

(বাস্তব তুলনা বুঝাবে)

শশকের ন্যায় ব্যস্ত = শশব্যস্ত

কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো

রক্তের ন্যায় লাল = রক্তলাল

বরফের ন্যায় সাদা = বরফসাদা

সাধারণ ধর্মবাচক পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয় তাকে **উপমান কর্মধারয়** সমাস বলে।

উপমিত কর্মধারয়

অবাস্তব তুলনা বুঝাবে

চরণকমল -

বীরসিংহ -

বাহুলতা -

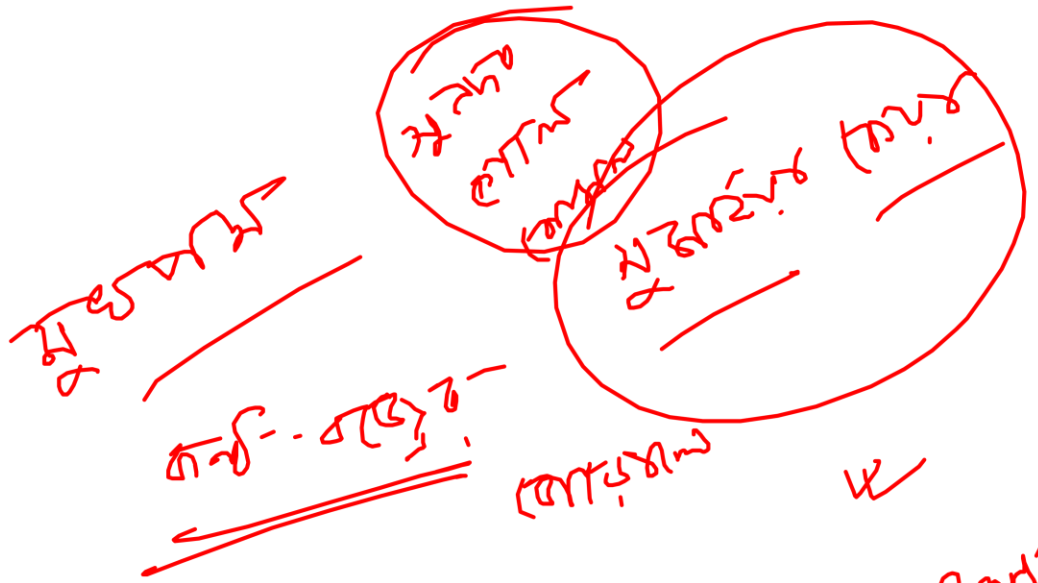

সাধারণ গুণের উল্লেখ না করে উপমেয় পদের সাথে উপমান পদের যে সমাস হয়, তাকে **উপমিত কর্মধারয়** সমাস বলে। এক্ষেত্রে সাধারণ গুণটি ব্যাসবাক্য বা সমস্তপদে থাকে না, বরং অনুমান করে নেওয়া হয়। এ সমাসে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে।

রূপক কর্মধারয়

(অদৃশ্যমান+দৃশ্যমান)

বিদ্যাধন =

বিষাদসিন্ধু =

মনমাঝি =

পরানপাখি-

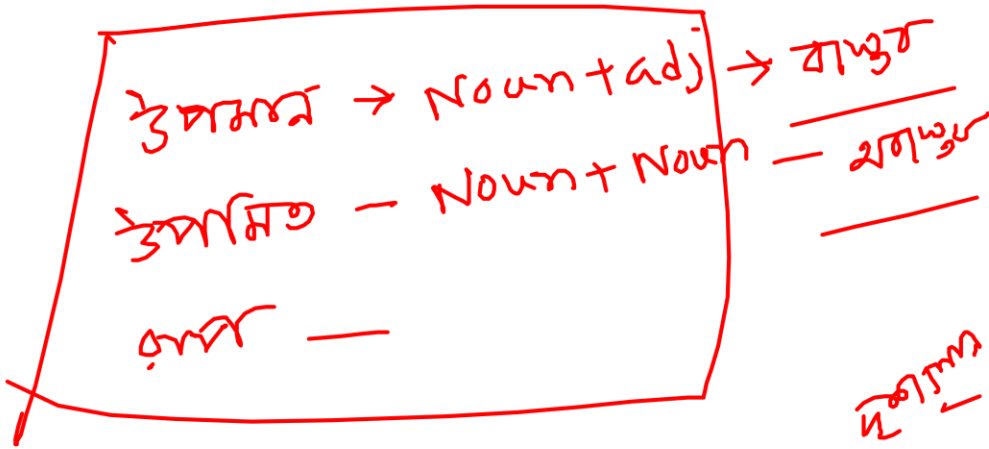

উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হলে **রূপক কর্মধারয়** সমাস হয়।

এ সমাসে উপমেয় পদ পূর্বে বসে ও উপমান পদ পরে বসে এবং সমস্যমান পদে 'রূপ' অথবা 'ই' যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করা হয়

চাদমুখ, চন্দ্রমুখ, মুখচন্দ্র

চাঁদমুখ	চাঁদ রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত- বাঙ্গালা ব্যাকরণ)
	চাঁদের মত/ন্যায় মুখ	• উপমিত কর্মধারয়(সূত্র: ড. মুহাম্মদ এনামুল হক প্রণীত ব্যাকরণ মঞ্জরী) • উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
চন্দ্রমুখ	চন্দ্র রূপ মুখ	রূপক কর্মধারয় সমাস
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. হায়াৎ মামুদ প্রণীত- ভাষা শিক্ষা)
	চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার	বহুব্রীহি সমাস (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
মুখ চন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকারণ।)
	মুখ চন্দ্রের তুল্য	উপমিত কর্মধারয় (সূত্র: ড.হায়াৎ মাহমুদ প্রণীত-ভাষা শিক্ষা)

ধন্যবাদ